

1970 সালের নির্বাচন 1958 সালে আইয়ুব

খানের অভ্যুত্থানের অধীনে এক দশক ধরে স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া স্থগিত করার পর, 1970 সালের প্রধান বছর পাকিস্তানে রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণ নিয়ে আসে। স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ফলে দুটি আঞ্চলিক দলের উত্থান ঘটে – পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিমে পাকিস্তানের পিপলস পার্টি। যদিও এই নির্বাচনের ফলাফল আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট বিজয়ের ইঙ্গিত দেয়,

যেটি 160টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা জিতেছে, পশ্চিমের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা মানতে বা আলোচনা করতে অস্বীকার করেছে। আমি বিশ্বাস করি যে এই ফ্যাক্টরটিই 1971 সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সরাসরি উস্কে দিয়েছিল এবং নেতৃত্ব দিয়েছিল। এটি ছিল 1970 সালের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের চূড়ান্ত বিজয়, যার ফলে 'স্বাধীন জাতীয় সার্বভৌমত্বের দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমবারের মতো রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে'।

প্রথমত, আওয়ামী লীগ কেন তাদের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছিল তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান গঠনে বাঙালিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ও মতাদর্শের কারণে তারা পরিকল্পিতভাবে প্রান্তিক হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোশাররফ যেমন লিখেছেন, 'অসন্তোষের মূল বিষয় ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, ২২টি পরিবারে সম্পদের ঘনত্ব, পূর্ব পাকিস্তানে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতার তীব্র অনুভূতি'। এটি রহমানের 'ছয়-দফা আন্দোলন'-এর পথ প্রশস্ত করে - প্রায়শই বাঙালিদের জন্য "স্বাধীনতার সনদ" হিসাবে বর্ণনা করা হয় যা অবিলম্বে 6টি নীতি বাস্তবায়নের দাবি করে: আধাসামরিক বাহিনী অপসারণ এবং পৃথকীকরণ, দুটি পৃথক মুদ্রা এবং আরও অনেক কিছু। তবে পঁচাত্তরের নির্বাচনে জয়লাভের পর ছয় দফা

একটি দাবিতে পরিণত হয়েছে: বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। জুলফিকার আলী ভুট্টোর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনায় ব্যর্থ হওয়া এবং তার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় রহমানের দৃঢ় অবস্থান দেশকে বিভক্ত করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করার এই সুযোগটি গ্রহণ করেন এবং প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদী অনুভূতির বিকাশ রোধ করার জন্য ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করেন। সেনাবাহিনী তাদের সহিংসতাকে ন্যায্যতা দিয়েছে পূর্বাঞ্চলীয় উর্দুভাষীদের উপর নিপীড়ন তুলে ধরে, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে, পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ব্যাপক পরিকল্পিত হত্যা, গণহত্যামূলক ধর্ষণ এবং দেশের মধ্যে 30 মিলিয়ন পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত করে। ভারত শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তানের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে এবং পশ্চিমের সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ধ্বংস করার জন্য তাদের সৈন্যদের প্রশিক্ষণের কাজ হাতে নেয়। 1971 সালের ডিসেম্বরে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং একটি নতুন জাতি-রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে নয় মাসের সংঘাতের অবসান ঘটে, সামরিক হস্তক্ষেপের আগে 300,000 থেকে 3 মিলিয়ন বাঙালি নিহত এবং কয়েক লাখ অবাঙালি মারা যায়। বাংলাদেশের জন্ম দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের মতো রাষ্ট্রগুলির সাথে আঞ্চলিক জোটের কারণে আরও শীতল যুদ্ধের উত্তেজনার ভিত্তি হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পর বাংলাদেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; কার্যত সমস্ত ব্যবসায়িক তহবিল পশ্চিমে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং বেশিরভাগ মূলধন স্টক এবং অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিপর্যয়কর যুদ্ধের পরে যে ভারী বন্যা হয়েছিল তা 1974 সালের দুর্ভিক্ষে অবদান রেখেছিল। যেখানে ভারত আর কোনও সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিল, 1.5 মিলিয়ন বাঙালি অনাহার, কলেরা, ম্যালেরিয়া বা ডায়রিয়াজনিত রোগে মারা গিয়েছিল। সংক্ষেপে, একাত্তরের যুদ্ধ নিরঙ্কুশ বা আপেক্ষিক ব্যবস্থার দ্বারা একটি ছোট ঘটনা ছিল না। স্বাধীনতার যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে নয় মাস স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু এটি বাংলাদেশকে বহু বছরের ক্ষতি ও বিপর্যয়ের মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল –

এমন কিছু যা যুদ্ধরত পক্ষগুলি পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

আমার কথাটি পুনর্বক্ত করার জন্য, পাকিস্তানের কয়েক দশকের সামরিক শাসনের পরে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত এবং পরবর্তীতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনায় তাদের ব্যর্থতার কারণে 1971 সালের যুদ্ধ - শেষ পর্যন্ত দেশটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। 1970 সালের নির্বাচনের অনুপস্থিতির অর্থ ইয়াহিয়া খানের সামরিক একনায়কত্ব অব্যাহত থাকবে এবং তিনি গণতন্ত্রের মৌলিক উপাদানগুলি প্রবর্তন থেকে বিরত থাকবেন। ইয়াহিয়ার 1956 সালের সংবিধান পুনঃস্থাপন - যা তার পূর্বসূরি দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিল - পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কেই ঐকমত্যে পৌঁছানোর অনুমতি দেবে। নির্বাচনের অনুপস্থিতিতে সংবিধানে সরকারি চাকরি, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসনে উভয় শাখার সমান মর্যাদার বিধান থাকবে। এটা উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৯৭১ সালের নির্বাচনের আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য উদ্বেগের বিষয় হলেও, পূর্বের নেতৃত্ব বাংলাদেশের জন্য একটি স্বাধীন মর্যাদা কামনা করেনি। মুজিবুর রহমানের ছয় দফা ইশতেহারে বাঙালি জনগণের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য দুটি পৃথক বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব, করের জন্য স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলার সীমানা থেকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে অপসারণের আহ্বান জানানো হয়।

যদিও প্রাথমিকভাবে এই দাবিগুলি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বেশ আক্রমণাত্মক এবং হুমকিস্বরূপ মনে হতে পারে, রহমান ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন যে এই ছয় দফা 'কোরান বা বাইবেল' নয় এবং আলোচনাযোগ্য ছিল। তিনি গণমাধ্যমকে আরও আশ্বস্ত করেন 'পাকিস্তান শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ থাকবে... আমাদের কর্মসূচি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত নয়... এটা কখনোই হয়নি'। সুতরাং, এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, নির্বাচনের অনুপস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব পাকিস্তান সরকারের সাথে সমঝোতা ও আলোচনা করতে ইচ্ছুক ছিল।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অসাম্যের সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন। নির্বাচনের এক বছর আগে, 1970 সালে, রাজশ্ব বাজেট ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং পূর্ব-উইং বিনিয়োগকারীদের জন্য রেয়াতযোগ্য করের হার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি একটি নতুন শ্রম নীতিও ঘোষণা করেছিলেন যা 'ধর্মঘটের উপর দশ বছরের পুরনো নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে... এবং একটি নতুন ন্যূনতম মজুরি স্কেল ঘোষণা করেছে'।

এই সমস্ত সংস্কার, সংবিধানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, 'পশ্চিম পাকিস্তানের অস্থিতিশীলতা' বিবেচনা করার জন্য সরকারের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে এবং বাংলার ভবিষ্যতের জন্য প্রতিশ্রুতিশীল দেখায়। ইয়াহিয়া যদি নাটকীয়ভাবে নির্বাচনের ডাক না দিতেন, তাহলে তিনি সাংবিধানিক অধিকার পুনরুদ্ধার অব্যাহত রাখতে পারতেন; এমন একটি ব্যবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টা করা যা সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য কখনও নির্মিত হয়নি। এটা স্পষ্ট যে প্রথম থেকেই, সিস্টেমটি তার পূর্ব শাখাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল - এতে ভাষা একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যদিও পাকিস্তানের বেশি মানুষ উর্দুর চেয়ে বাংলায় কথা বলতেন, জিন্নাহ বাংলাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র বাঙালিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং জাতিগত পরিচয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার জন্য বাংলাকে যথেষ্ট 'ইসলামী' বলে গণ্য করা হয়নি। তাদের পরিচয় অস্বীকার করার চাপ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিঃসন্দেহে 'একটি মানসিক বিপর্যয় চিহ্নিত করেছে'।

তাই আমি স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের অনিবার্যতা অস্বীকার করছি না, শুধু পরামর্শ দিচ্ছি যে, ৭০-এর নির্বাচন না হলে একাত্তরের যুদ্ধ এড়ানো যেত। এটি ছিল নির্বাচনের অপ্রত্যাশিত ফলাফল যা 'জনগণের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল...এবং হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল...শেখ মুজিবের অবিলম্বে স্বাধীন জাতীয় সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার দাবিতে'। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বাতিলের অর্থ হল বাঙালিরা গণতন্ত্রকে সম্মান করার চেয়ে কম কিছু করার সাথে আপস করতে রাজি নয়। সামরিক অনুভূতির হুমকি সহিংসতা অবলম্বন এবং দেশ যুদ্ধে নিমজ্জিত - লঙ্ঘন, বধ এবং তাদের জনসংখ্যার উপর অগণিত ভয়াবহতা ঘটিয়েছে। বাঙালিরা খুব ভালো করেই জানত, জিন্নাহর ন্যায্যবিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তাদের কাছে প্রকাশ পায়নি বা প্রযোজ্য হয়নি।